বাঙালী ও গনতন্ত্র

বিপ্লব পাল

(1)

বাঙালী বুদ্ধিমান ‘প্রাণী’-তথায় শ্রেষ্ঠতর বিবর্তিত মানুষ। বাঙালী এত উন্নত-বুদ্ধির ঢেকুর তুলে, সোনালী অতীতের মৌতাতে দলে দলে দেশত্যাগী। বাংলাদেশের লোকেরা বিদেশে। পশ্চিম বঙ্গের লোকেরা ভারতের অন্য প্রদেশে। পশ্চিম বঙ্গে গত ত্রিশ বছরে কোন গণতন্ত্র নেই-ভোট হয়ে থাকে। সিপিমের এমন দাপট-- অনেক আসনেই ছাগল গরুও কাস্তে হাতুরী নিয়ে জিতে যাবে। বাংলাদেশে গনতন্ত্র-সামরিক-শাসনের মিউজিক্যাল চেয়ার। বিবর্তনের এই খেলায় আমরাই ভূপৃষ্টে একমাত্র প্রজাতি যাদের দ্বিচারিতা তুলনাহীণ-মিথ্যাচার সীমাহীণ-এবং নির্ভর যোগ্যতা শূন্যের কিছু নিচে। ভারতের সব প্রদেশে সরকার বদল হয়- একমাত্র পশ্চিম বঙ্গেই হয় না। আমরা বিশ্বরের্কডের অধিকারী। বাংলাদেশে রাজনীতি সেই জন্মে থেকে অস্থির। আমার ধারনা পশ্চিম বঙ্গেও ঠিক একই জিনিসটা হত-নেহাত কেন্দ্রের হাতে মিলিটারী। রাজ্যের পুলিশ-প্রশাসন সব লাল। মিলিটারি থাকলে সেটাও বাকি থাকতো না।

ইতিহাসের দিকে তাকানো যাক। ইতিহাসে পাল রাজবংশ বাংলার শেষ স্বাধীণ বাঙালী রাজা। সেনেরা ছিলেন কর্নাটকের। সুলতান, নবাবরাও ছিলেন বহিরাগত। সুতরাং বাঙালি নিজেকে চালানোর রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে পেল সেদিন।

১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই এই স্বাধীনতা আসে নি। বাংলাদেশ প্রথম থেকেই পাকিস্থানের কলোনী। পশ্চিম বংগে কংগ্রেস শাসনকালে (’৫১-’৭৭) হাইকম্যান্ডের কথায় উঠবস করতেন রাজ্যের নেতারা। বিধান রায় ব্যাতিক্রম-বাঙালীর জন্য অনেক দাবী আদায় করতে পেরেছিলেন- কিন্ত রোধ করতে পারেন নি মাসুল সমীকরণ নীতি। তবুও ’৭৭ সালে শিল্পে পশ্চিম বঙ্গের স্থান ছিল চতুর্থ। বাঙালী সিপিএমের আমলে দিল্লীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। তবে ’৯১ সালে মনমোহনের উদার নীতির আহ্বানের ফলে এবং কংগ্রেসের একাধিপত্য ধাক্কা খাওয়ায়-ভারতের রাজ্যগুলির অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা বাস্তবায়িত হয়। যার ফলস্বরুপ কর্নাটক, পাঞ্জাব, অন্ধ্র অভাবনীয় উন্নতি করতে থাকে। আর ‘স্বাধীন’ বাঙালী বামপন্থার চরকায় তেল দিয়ে ’৯৬ সালে শিল্পে ভারতের সর্বনিম্ন রাজ্যগুলির (শেষের দিক থেকে তৃতীয়) সাথে নেমে আসে। বুদ্ধদেব মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর একটু চেস্টা করছিলেন – সেখানেও ঘরে সিটু বিভীষন, বাইরে মমতার মতন কালিদাসি নেত্রী।

এবার দেখা যাক স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশের কি অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে। এটা বুঝতে-- দেখতে হবে বাংলাদেশের অর্থনীতি ’৫১ সাল থেকে ’৭১ সাল পর্যন্ত। এবং ভারত, মাইনামার, পাকিস্থানের অর্থনীতি ’৭১-২০০৭। ’৭৬-৮০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি একমাত্র আশানরুপ-প্রায় বার্ষিক ৭% হারে। বাকি প্রায় সমস্ত সময় ৩% থেকে ৫% এর মধ্যে ঘোরাফেরা করেছে। ’৯১ সালের পরে ভারতের বার্ষিক গড় বৃদ্ধি প্রায় ৮-৯% -যেখানে বাংলাদেশ হামাগুড়ি দিয়েছে ৩-৫% এর মধ্যে-যা স্বাধীনতাপূর্ব বৃদ্ধির হার। বাংলাদেশের বৈদেশিক রিজার্ভ এখন চার বিলিয়ান ডলারের কাছাকাছি-আর প্রবাসীরা পাঠান বছরে তিন

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

বিলিয়ান ডলার। মানে প্রবাসী বাংলাদেশীরা টাকা না পাঠালে দেশের আমদানি মুখ থুবরে পড়বে। এখনো অর্ধেক লোক খেতে পায় না বা এক বেলা খেয়ে থাকে।

দুই বাঙলার এই রাজনৈতিক ব্যার্থতার প্রেক্ষিতে, প্রশ্ন উঠবেই-তাহলে বাঙালীর চরিত্রের কিগুনের জন্য আজ আমরা অধমপতিত? শুধু একজন মমতা বা হাসিনা বা তারেক জিয়া বা জেনারেল মঈণকে গালাগাল দিয়ে লাভ নেই। এরা বাঙালীর চরিত্রেরই প্রতিফলন। কয়েকজন নেতার দিকে আঙুল তোলা যায়। কিন্ত সেটাও হবে আত্মপ্রবঞ্চনা । বরং আসুন আয়নার সামনে আমরা নিজেদের দেখি।

(২)

রাজনীতি কি? রাষ্ট্রের ভিত্তিই বা কি?

কেন অন্যরাষ্ট্র আরেকটির চেয়ে বেশী সফল? বর্তমান বিশ্বে জাপান, জার্মানী বা আমেরিকার সাফল্যের কারণ কি? চীন এবং ভারতও এগোচ্ছে-তবে ভারতের সব রাজ্য সমান ভাবে পা ফেলছে না। কর্নাটকের মাথাপিছু ইনকাম এখন পশ্চিমবঙ্গের আড়াইগুন-'৪৭ সালের আগে যা ছিল অর্ধেক।

জাপানীদের সাথে আমার পরিচয় খুব সামান্য-জার্মান এবং আমেরিকানদের দেখেছি অনেকদিন। আমেরিকা বহু শ্রোতের সমষ্টি-তবুও আমেরিকানিজম বলে কিছু অবশ্যই আছে। জার্মানরা বরং অনেক বেশি কোহেসিভ। বাঙালিদের মধ্যে কি নেই যা এদের আছে?

এরা কি আমাদের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান- না বেশী পন্ডিত?

কোনটাই না। গড়পরতা বুদ্ধিতে বাঙালীরাই এগিয়ে। তাহলে ঘাটতি কোথায়?

প্রথম সমস্যা সততার। লর্ড ক্লাইভ বাঙালীদের সম্মন্ধে লিখেছিলেন এমন চাটুকার মিথ্যাচারী লোকজন জীবনে তিনি দেখেন নি। নিজের অভিজ্ঞতায় যা দেখেছি-সমর্থন না করে উপায় নেই। সোজা উত্তর কোন বাঙালির কাছেই পাওয়া যায় না। পরিস্কার ভাবে না বলতে শেখে নি। অসাধু উপায়ীদের প্রতি বাঙালীর ঘৃনা পেন এবং পেপারে। বাস্তবে যেটা বেশী দরকার ব্যাক্তিগত ভাবে সততার অনুশীলন। ভাববেগে কেও সৎ থাকতে পারেনা-পরিশ্রমী হওয়া প্রথম শর্ত। এবং বস্তুবাদী চাহিদা ব্যক্তিগত জীবনে না কমালে ও, শুধু চেষ্টা করে এটা হয় না। এর সাথে দরকার আত্মবিশ্লেষন। এটি বাঙালী জীবনে সম্পূর্ন অনুপস্থিত।

দ্বিতীয় সমস্যা দ্বিচারিতার। বাঙলাদেশের অনেক ফোরামেই এখন গণতন্ত্র গেল গেল রব। অথচ এইসব ফোরামগুলির নেতারা তাদের ফোরামেই গণতন্ত্রকে গলা টিপে মেরেছেন। নিজেদের ছোট্ট ফোরামে গণতন্ত্র রাখার ক্ষমতা নেই-বাংলাদেশের মতন একটা বৃহৎ দেশের নেতাদের গণতন্ত্র রক্ষার পরামর্শ দিচ্ছেন।

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

অর্থাৎ আত্ম বিশ্লেষনে বাঙালি খুব স্পর্ষকাতর। দুর্বল। যেমন ধরুন আমি লস এঞ্জেলেসে বসে সিপি এমের জন্যে দেশের কিছু হলো না বলে গালাগাল দিচ্ছি। বাংলাদেশিরাও দেশের নেতাদের গালাগাল দিচ্ছেন। আসল সত্যিটা কি? নেতাদের সাথে আমাদের পার্থক্য কোথায়? আমরা নিজেদের আখের গোছানোর জন্য মোটা টাকা কামানোর লোভে দেশ ছেড়ে দিলাম। শুধু নেতারা টাকা কামালেই দোষ? কি নৈতিক অধিকার আছে আমাদের? যারা দেশের রাজনীতির সমালোচনা করছে তাদের কজন বিদেশের জীবনের আয়েশ কাটিয়ে দেশের মানুষদের পেছনে দাঁড়াবে?

তৃতীয় সমস্যা আদর্শবাদের। পশ্চিম বঙ্গে কম্যুনিজমের উৎপাত। বাংলাদেশে ইসলামের। উভয় আদর্শ গরীবকে স্বর্গের স্বপ্ন দেখায়। পার্থক্যটা শুধু ইহকাল বনাম পরকালের।ধর্মভীরু হলেই যে একটা দেশ রসাতলে যাবে তা নয়। আমেরিকানরা অস্বাভাবিক ধর্মভীরু। কিন্তু ধর্মটা আমার এবং ঈশ্বরের মধ্যে-আমার এবং রাষ্ট্রের মধ্যে নয়। ইসলামের জন্ম এবং উত্থান রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে। সুতরাং ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম হবে আবার রাষ্ট্রের মধ্যে নাক গলাবে না তাতো হয় না। ইসলাম এবং গনতন্ত্র একসাথে চলতে পারে না। গনতন্ত্র মানে গনতান্ত্রিক উপায়ে নতুন আইন প্রনয়ন-সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে। কোরানে যেখানে "আল্লার আইন" দাবি করে, সেটাকে কাটিয়ে মানুষের সৃষ্ট গনতান্ত্রিক আইন?? সেটা কিভাবে সম্ভব? সুতরাং পথ দুটো। হয় রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ইসলামকে সম্পূর্ন অস্বীকার করা-অর্থাৎ ধর্মনিরেপেক্ষ সংবিধানে ফিরে যাওয়া। এর মানে অবশ্য ইসলামকে নিষিদ্ধ করা নয়-ব্যক্তিগত জীবনে কে কত ধর্মভীরু তা নিয়ে রাষ্ট্রের নাক গলানোর দরকার নেই।সমস্যা হচ্ছে এই ধর্ম ভীরুতা রাজনীতিবিদরা কাজে লাগাবেই-যেটা বাংলাদেশে বি এন পি আর ভারতে বিজেপির ব্যাবসা। এবং ধর্মভীরুতা ধর্মনিরেপেক্ষতার ভিত দুর্বল করবেই। সুতরাং রাজনীতিতে কেও যেন ধর্মকে ব্যাবহার করতে না পারে সেটা তুরস্কের মতন আইন করেই আটকাতে হবে। নরসিংহা রাও ভারতীয় পার্লামেন্টে বাজপেয়ীকে বলেছিলেন "রাম আপনার আমার দুজনারই দেবতা। পার্থক্য হচ্ছে আমি তাকে রেখেছি হৃদয়ে-আর আপনি তাকে ব্যাবহার করছেন রাজনৈতিক মই হিসাবে।" ধর্ম থেকে রাজনীতি আলাদা করতে যে কঠিন সদিচ্ছা দরকার সেটা নেহেরু দেখিয়েছিলেন (তবে শুধু হিন্দুদের ক্ষেত্রে)। শেখ মুজিবর পারেন নি। জিয়া ইসলামকে কাজে লাগিয়েছেন নিজের ক্ষমতা সিদ্ধ করতে। ফলে বাংলাদেশে রাষ্ট্রের ভিতটাই নড়ে গেছে।

ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে স্বীকার করলে-ইসলামী আইন প্রনয়ন করতেই হয়। সেখানে গনতন্ত্রের সুযোগ কই? বড়জোর ইরাণী স্টাইলে মোল্লাতান্ত্রিক গণতন্ত্র হতে পারে। সুতরাং শুধু বাংলাদেশে না-পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ইসলামিক দেশগুলিতে ইসলাম বনাম গনতন্ত্র একটা বড় সমস্যা। এই মাঝামাঝি অবস্থা যতদিন চলবে-অর্থাৎ ইসলাম রাষ্ট্রধর্মও থাকবে আবার গনতন্ত্র ও চাই-সেটা কখনো হয় নি-বাংলাদেশেও সম্ভব নয়।

ধর্মনিরেপেক্ষ সংবিধান ছাড়া গনতন্ত্র প্রতিষ্টা অসম্ভব-এই মিউজিক্যাল চেয়ার, অস্থিরতা চলতে থাকবে যতদিন না হয় দেশটা শরিয়া আইন অথবা ধর্মনিরেপেক্ষতা —এই দুটির মধ্যে একটিকে বেছে নিতে পারবে।

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

আমাদের কমরেডদের সমস্যাটাও ইসলামিস্টদের মতন। ইসলামের মতন কম্যুনিউস্ট ম্যানিফেস্টোও কোরান সমান। কোরান সত্য কারন তা আল্লাপ্রেরিত আর কমিনিউস্ট ম্যানিফেস্টো সত্য কারন তাহা বিজ্ঞান ! অহ সত্যের কি রূপ! একটি প্রেরিত সত্য-অন্যটি আবিস্কৃত। এগুলো যদি সত্য হয় তাহলে গণতান্ত্রিক তামাশা কেন বাবা? কমিনিউজমে গণতন্ত্রের সুযোগ নেই- কম্যুনিউস্ট পার্টির এইভাবে ভোটের সাহায্যে একনায়ক তন্ত্রে উত্তরোন যদিও পৃথিবীর ইতিহাসেই বিরল-তবু পশ্চিমবঙ্গের সাথে কম্যুনিউস্ট কোন স্টেটের পার্থক্য আমি দেখি না। এখানেও বাড়ির হেসেলের প্রতিটা খবর পার্টি রাখে-কোর্ট, পুলিশ সব বিকল। সমস্ত ফয়সালা হয় পার্টি অফিসে। পার্টির সমান্তরাল শাসন ই আসল এডমিনিস্ট্রেশন। তবুও পশ্চিমবনঙ্গের রাজনীতি তুলনামূলক ভাবে সুস্থির-কারন এটা আধা পথে নেই-পুরো কমিনিউস্টদের গ্রিপে এসে গেছে। এখন তারা ‘ধনতন্ত্র’ না ‘ সমাজতন্ত্রের’ ঘাটে জল খাবে-সেটা অন্য প্রশ্ন।

(৩)

লেখাটা এখানেই শেষ করতে পারতাম। মনে হল আসল সত্যি কথাটা বলেই ফেলি। বাঙালীকে টানতে প্রবাসে বসে এইসব লেখালেখি করে লাভ হবে না। দেশে ফিরে মাটিতে দাড়িয়ে আপামর জনগনের সুখদুঃখ ভাগ করে নিয়ে গনতন্ত্র প্রতিষ্টার আন্দোলন শুরু করতে হবে। আমার বাবা এবং পুরানো কমরেডদের দেখেছি সেই প্রবল বর্ষার মধ্যেও পরিবার পরিজন তুচ্ছ করে সাইকেলে চেপে উনারা বছরের তিনশো পয়ষট্টী দিন গ্রামের লোকেদের পাশে থাকতেন। কাজটা সহজ ছিল না তখন। সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের আমলে পথে ঘাটে কমরেডদের লাশ পড়ে থাকত। আসলে সেই জেনারেশনটাই নেই এখন। সবাই নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। লেখা টেখা নিজেদের ঢোল পেটানো-আইডেন্টিটি ক্রাইসিস!

ক্যালিফোর্নিয়া
১ য়লা সেপটেম্বর,২০০৭।

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com